‘এ গ্রামে বিএনপির নামগন্ধ রাখব না’ —গাংনীতে চিরকুটসহ বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি মুদি দোকানের সামনে থেকে লাল স্কচটেপ মোড়ানো একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নে শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, এ দোকানে বিএনপির কোনো লোক বসবি না। যারা বসবি তাদের সমস্যা আছে। এ গ্রামে বিএনপির নাম গন্ধ-রাখবো না।’শরিফুল ইসলাম একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে। পেশায় তিনি মুদি দোকানের পাশাপাশি চায়ের ব্যবসাও করেন। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত এগারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যাই। পরে ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে দোকান খুলতে গিয়ে একটি লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বস্তু ও চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিই।
পুলিশ এসে চিরকুট ও বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’ এ বিষয়ে কুমারীভাঙা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে নওদা মটমুড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বোমাসাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট পড়ে আছে। সেগুলো আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।’

মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ২নং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬

জুন) বেলা ১১টায় ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক কাউছার আলী। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শিল্পী খাতুন, রেহেনা খাতুন ও আশমানি খাতুন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করা হয়। বাজেট অনুযায়ী ইউনিয়নের রাজস্ব আয় ও সরকারি অনুদানসহ মোট সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৮৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৮ টাকা।

আয়ের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘরবাড়ির উপর কর, বকেয়া কর, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জন্ম নিবন্ধন ফি, নাগরিক ও ওয়ারিশ সনদপত্র ফি, গ্রাম আদালত ফি, অন্যান্য প্রাপ্তি এবং সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অনুদান।

এর মধ্যে ভিজিডি, ভিজিএফ, এডিপি, টিআর, কাবিখা/কাবিটা, অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রণোদনা, বিদ্যুৎ, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম, স্টেশনারি, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, জাতীয় দিবস উদযাপন, দরিদ্র সহায়তা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মোবাইল ও ইন্টারনেট বিলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যয়।

এছাড়া উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় কৃষি ও সেচ, রাস্তা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মহিলা-যুব ও শিশু উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহায়তা এবং অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, উন্মুক্ত বাজেটের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। তারা ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে জনসচেতনতা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত বাজেট সভা শেষে উপস্থিত জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং

বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

মুজিবনগরে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন উপস্থিত সকলের সামনে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা পাঠ করেন।

এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রওনক জাহান, আনন্দবাস মিয়া মনসুর এম এম একাডেমির শিক্ষক বায়োজিদ হোসেন, আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বাজেটে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ১ কোটি ৬৮ লাখ ৪ হাজার ২৩২ টাকার একটি খসড়া প্রকাশ করেন।

হত্যাকারীরা দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরে আবারও অস্থিরতার

চেষ্টা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের যুবক শরিফুল ইসলাম হত্যার প্রায় ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো বিচার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ্যে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৪ বছর বয়সী শরিফুল ইসলাম ছাত্রদলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্যে মারধর করে হত্যা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অন্য একটি ঘটনায় গুরুতর আহত হন একই গ্রামের মঞ্জুর আলী। হামলাকারীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়।

তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি বর্তমানে মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

মঞ্জুর আলী বলেন, ঘটনার স্মৃতি এখনো তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আদালতে মামলা করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে মামলা চালাতে পারেননি। দুই কন্যা সন্তান নিয়ে পঙ্গুত্বের মধ্যেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এছাড়া একই সময়ে মিঠু নামের আরেক ব্যক্তিকে গুমের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন শরিফুল ইসলাম বাড়ির অদূরে একটি পুকুরপাড়ের চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। মামলার এজাহার অনুযায়ী, একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে তিনি বাড়ির দিকে চলে গেলে বাড়ির পাশেই কুলসুম নামের এক নারীর বাড়ির সামনে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

মামলার এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় বাবু দফাদার, জাহাঙ্গীর, আসলাম, মজিবারসহ আরও কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কুলসুম বলেন, হত্যাকাণ্ডটি তার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, রাস্তার দিক থেকে শরিফুলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে নিকিরি নামের গোষ্ঠীর লোকজন। তার উঠানে এসে প্রতিপক্ষের আঘাতে শরিফুল পড়ে যায়।

তিনি (কুলসুম) ঘরের মধ্যে ছিলেন, বাইরে এসে দেখেন অনবরত পেটানো হচ্ছে ছাগল, লোহার রড ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কয়েকজন মিলে। তাৎক্ষণিক তিনি তাদের মারতে নিষেধ করলেও তার কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি; বরং অনবরত পেটাতে থাকে। তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর আগে মানুষ সাধারণত যে ঝাঁকুনি দেয়, সেরকম ঝাঁকনি তিনি দেখতে পান শরিফুলের ঘাড় ও মাথায়। আদালতেও তিনি এই ঘটনার বীভৎস চিত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থানায় মামলা গ্রহণ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম বাদী ছিলেন নিহত শরিফুলের ভাই তয়ব আলী। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে মামলার বাদী হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে হাসান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মামলাটি চলমান থাকলেও এখনো চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে আবার এলাকায় ফিরে এসে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বর্তমানে মামলার অভিযুক্তরা জামিনে রয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে এলাকায় ফিরে এসে তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফেরার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর সেখান থেকে ৭/৬/২০২৬ তারিখে শরিফুলের চাচাতো ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আলমগীরকে কোপ মারার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে গ্রামবাসীসহ স্থানীয়রা তাদের ওপর চড়াও হলে তারা পালিয়ে যায় এবং ১০ তারিখে উল্টো শরিফুলের চাচাতো ভাইদের নামেই কোর্টে মামলা দায়ের করে হত্যাকারী বাবু দফাদার গং।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাদের মতে, এ ধরনের আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরিণত হয়। আমাদের এই উদ্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার পাশাপাশি টেকসই কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে গাংনী বাজার থেকে যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা থেকে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব সার কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পরিশোধন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা গেলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।”

পৌরসভার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারাও।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, “বর্তমানে মাটির গুণাগুণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ ৫ শতাংশ থাকার কথা থাকলেও গাংনীতে তা রয়েছে মাত্র ০.৭৭ শতাংশ। ফলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। পৌরসভার উৎপাদিত এই সার কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উদ্যোগটি আরও বড় পরিসরে বিস্তৃত করা গেলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।”

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৃষিকে এগিয়ে নিতে গাংনী পৌরসভার এই উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মুজিবনগরে সার পাচারের সময় জনতার হাতে আটক, ডিলারকে জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সরকারি সার পাচারের একটি বড় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। সোমবার ভোরে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স ফয়সাল ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী আ স ম মাহবুব আলম (রবি) এর নিজস্ব গোডাউন থেকে

পাচারের সময় সারের একটি চালান আটক করে সাধারণ জনগণ।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট সার ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি অনুমোদিত সার ডিলার দারিয়াপুরের ‘ফয়সাল ট্রেডার্স’-এর গোডাউন থেকে সরকারি সার অবৈধভাবে অন্য কোথাও পাচার করা হচ্ছিল। প্রথমে স্থানীয় যান আলম সাধুর মাধ্যমে ২০ বস্তা টিএসপি পুরুন্দরপুর গ্রামের ওয়াছেদ আলীর ছেলে জামিরুলের গোডাউনে নামিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে ২০ বস্তা ইউরিয়া সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনতা আলম সাধু টি আটক করে আলম সাধু চালক কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে রবি চেয়ারম্যানের ঘর থেকে সার নিয়ে জামিরুলের ঘরে দিয়ে আসছে বলে জানাই।বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় উৎসুক ও ক্ষুব্ধ জনতা সারের চালানটি হাতেনাতে আটকে দেয় এবং প্রশাসনকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমা। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। সরকারি নিয়ম অমান্য করে সার পাচারের দায়ে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২(১) ধারা লংঘন করাই ১২(৩) ধারাই ফয়সাল ট্রেডার্সের মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমা জানান, “কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি সার এভাবে পাচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈধ। স্থানীয় জনগণের সতর্কতার কারণে এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি খাতে যেকোনো ধরনের অনিয়ম ও কালোবাজারি রুখতে আমাদের এ ধরনের অভিযান ও কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

এদিকে স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ডিলারদের এমন অবৈধ পাচার ও মজুতের কারণেই মাঠপর্যায়ে কৃত্রিম সার সংকট তৈরি হয়। তারা এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ৫ শতাধিক গাছের গোড়া থেকে পলিথিন অপসারণ

“ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর, সুরক্ষিত প্রকৃতি গড়বো আগামী বাসযোগ্য পৃথিবী” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশের প্রায় ৫ শতাধিক গাছের গোড়া থেকে ক্ষতিকর পলিথিন ও বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য অপসারণ করা হয়।

পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গাছের গোড়ায় পলিথিন ও ক্ষতিকর বর্জ্য না ফেলার আহ্বান জানিয়ে এ বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আয়োজকরা জানান, গাছের গোড়ায় পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্য জমে থাকলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এ সময় আয়োজিত পরিবেশবিষয়ক বিশেষ ক্যাম্পেইনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তারা পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে জেট নেট-বিডি ক্যাম্পেইন, মেহেরপুর।

বক্তারা বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য পরিবেশবান্ধব আচরণ গড়ে তুলতে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি তারা আহ্বান জানান।

ক্ষুদ্র কটেজ শিল্প বিষয়ক বিজিএমইএ’র স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন শাহমিজ বকুল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপির কৃতি সন্তান শাহমিজ বকুল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (BGMEA) ক্ষুদ্র কটেজ শির্প বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তাঁর মনোনয়নকে শিল্পখাতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, শাহমিজ বকুলের নেতৃত্বে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরভিত্তিক পোশাক শিল্প আরও গতিশীল হবে। উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

একই সঙ্গে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত হবে বলেও প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

শাহমিজ বকুলের এ অর্জনে আমঝুপিসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং কর্মজীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, শাহমিজ বকুল ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে বিজিএমইএর স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন।

মেহেরপুরে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন,

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, জেলা সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক শফিকুল ইসলাম সাজ্জাদ, পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, জেলা খামার বাড়ির উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক শামসুল আলম সোনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের সদস্য আনোয়ারুল হক কালু, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক (অ. দা.) নাসিমা খাতুন প্রমুখ।

সভায় জেলার আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতি, মাদকমুক্ত সমাজ, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিয়ে রোধ এবং আত্মহত্যা প্রবণতা রোধে করণীয়সহ জেলার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন

“মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চত্বরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিমের (এইসডিপি) উদ্যোগে এবং ‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’ এর আওতায় এ বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রাণী রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

উদ্বোধনের পর মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন।

মেলার বিভিন্ন স্টলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, গবেষণামূলক চিন্তাভাবনা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, গবেষণামনস্কতা তৈরি এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।